সবচেয়ে বেশি অর্থ সংগীতে

AwWI A¨vjevg †_‡K †÷R †kv‡Z †kvZv Pvwn`vi kx‡l Avwmd, ggZvR, AvBqe ev"P I †Rgm

একটা সময় সংগীতের চর্চা ছিল নিছক শখ। সে সময় শিল্পীরা বেতার, চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক টেলিভিশন অথবা মঞ্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতেন প্রধানত শখের বশে। বিনিময়ে সামান্য কিছু আর্থিক সম্মানীর ব্যবস্থা থাকলেও প্রায় কেউই তখন ভাবতেও পারেননি সংগীতকে নিতে পারবেন পেশা হিসেবে। ষাট সত্তরের দশকে তো নয়ই, এমনকি আশির দশকের প্রথমভাগে সংগীত পরিবেশেন শুধু শখের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর থেকেই ধারাটা। পাল্টাতে আরম্ভ করে। নব্বইয়ের দশকে সঙ্গীত পরিবেশনা রূপ নেয় পেশাগত বাণিজ্যিক দিকে। আর এখন শিল্পীরা অডিও অ্যালবাম, স্টেজ প্রোগ্রাম, প্লেব্যাক থেকে শুরু করে বিদেশে 'শো'-সহ নানাভাবে উপার্জন করছেন অর্থ। শিল্পীদের গান গেয়ে উপার্জন ছাড়াও পরিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গীতিকার, সুরকার এবং যন্ত্রশিল্পীরাও পেশা হিসেবে নিতে পেরেছেন সংগীত মাধ্যমকে। সংগীতকে কেন্দ্র করে অডিও প্রতিষ্ঠানগুলো লগ্নি করছে বছরে কোটি কোটি টাকা। সব মিলিয়ে সংগীত এখন শখ নয়, এটি রূপ নিয়েছে আয়ের উৎস বা বাণিজ্যে ।

অডিও অ্যালবাম : অডিও অ্যালবামের মধ্যে শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী অডিও কোম্পানিগুলো বাজারে নিয়ে আসে একক, ডুয়েট, মিক্সড, ব্যান্ডের অ্যালবাম। বর্তমানে একক শিল্পীদের মধ্যে শ্রোতা চাহিদার শীর্ষে রয়েছেন আসিফ, মমতাজ, আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, বিপ্লব, মনির খান, কুমার বিশ্বজিৎ, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, কানিজ সুবর্ণা, শুভ্র দেব, এসডি রুবেল, আতিক হাসান, হাসান। এরপর রয়েছেন এন্ড্রু কিশোর, মেহ্‌রীন, পলাশ, রিজিয়া, রবি চৌধুরী, তিশমাসহ অন্য শিল্পীরা। শীর্ষে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে ছয় থেকে সাতজন অ্যালবামের গানপ্রতি পারিশ্রমিক নেন ৬০ হাজার টাকা। এরপর যারা রয়েছেন তারা নেন গান প্রতি ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। আবার শ্রোতা চাহিদার শীর্ষ শিল্পীদের একক ও মিক্সড অ্যালবাম বছরে বাজারে আসে ৫ থেকে ২৫টি। আর পরবর্তীতে যারা আছেন এ হিসেবে অডিও অ্যালবামের সংখ্যা ৩ থেকে ৮টি। একটি অডিও অ্যালবামে থাকে ১০ থেকে ১২টি গান। এ হিসাবে শীর্ষ স্থানে থাকা শিল্পীরা অডিও অ্যালবাম থেকে বছরে ৫০ লাখ থেকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত আয়। যারা পরবর্তী অবস্থানে রয়েছেন যারা তাদের এ খাত থেকে বছরে আয় ৪ থেকে ৩০ লাখ টাকার মতো। নতুন শিল্পী যারা আসছেন তারা অডিও অ্যালবাম থেকে পান নামমাত্র টাকা।

জানা যায়, একক অ্যালবামে শিল্পীরা বেশি লাভবান হন বলে ব্যান্ড ছাড়াই একক নামে অনেক খ্যাতনামা শিল্পীই অ্যালবাম বের করেছেন। অন্যদিকে শ্রোতা চাহিদার শীর্ষে রয়েছে ব্যান্ডদল এলআরবি, নগর বাউল, মাইলস্, সোলস্, প্রমিথিউসসহ ছোটবড় বেশ কয়েকটি ব্যান্ড। সম্প্রতি ব্যান্ডদল ছেড়ে এককভাবে অ্যালবাম করার প্রবণতায় ব্যান্ডের অ্যালবামের সংখ্যা কমে গেছে। শীর্ষস্থানীয় ব্যান্ডগুলো অ্যালবামের জন্য গান প্রতি নেয় ৬০ হাজার টাকা।

অডিও অ্যালবামের মাধ্যমে সাধারণ রিকশা শ্রমিকও শিল্পী হিসেবে উঠে এসেছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকবর। এখন আকবরের পরিচয় আর রিকশা শ্রমিক নয়, শিল্পী হিসেবে। আকবর একটি অ্যালবামের জন্য পেয়েছেন ৬ লাখ টাকা। সংগীতই আজ আকবরকে দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সম্মানজনক স্থান।

তবে অ্যালবামের পুরো টাকা তারা পান না অডিও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এমন অভিযোগ রয়েছে বরাবরই । তবে একাধিক শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা তাদের শিল্পী সম্মানী পুরোটাই পেয়ে থাকেন অডিও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। বাণিজ্যিক

†c-e¨vK-Gi kxl©¯’v‡b Av‡Qb GÛªz wK‡kvi I KbK Pvcv

সফলতাই শিল্পী সম্মানীর নিশ্চয়তা বয়ে এনেছে বলে ধারণা করা যায়।

প্লেব্যাক : এশিয়া মহাদেশের বিশেষ করে উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ হলো গান আর নাচ। এর বাইরে এখন চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভাবাই যায় না। চলচ্চিত্রে যারা গান গেয়ে থাকেন তাদের বলা হয় প্লেব্যাক সিঙ্গার। বাংলাদেশে প্লেব্যাকের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন এন্ড্রু কিশোর, মমতাজ, আসিফ, কনকচাঁপা, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, আইয়ুব বাচ্চু, কুমার বিশ্বজিৎ, মনির খান। আরো আছেন স্বীকৃতি, এসডি রুবেল, আঁখি আলমগীরসহ অনেকে। তবে এ দেশের স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমীন বর্তমানে প্লেব্যাক কম করে থাকেন বলে জানা যায়। চলচ্চিত্রের গানের কথায় অশ্লীলতা ও সম্মানীর পরিমাণ কম হওয়ায় তারা গান কম করেন। প্লেব্যাকে যারা শীর্ষস্থানে রয়েছেন তারা গান প্রতি সম্মানী নিয়ে থাকেন ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। এরা বছরে ২০ থেকে ১০০টি গানে কণ্ঠ দেন। এদের বার্ষিক আয় এ খাতে ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠে যাবে। দ্বিতীয় সারির শিল্পীরা গানপ্রতি নিয়ে থাকেন ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা। তারা বছরে ১০ থেকে ২০টি গান করে থাকেন। তাদের আয় ৬০ থেকে ৮০ হাজার টাকা।

একাধীক প্লেব্যাক শিল্পী ২০০০কে বলেন, তারা নিয়মিত সিনেমার গান করেন। তবে স্টেজ শো করেন বেছে বেছে। তবে খ্যাতনামারা কেউ কেউ মনে করেন, এখন প্রকৃত শিল্পী তৈরি হচ্ছে না। শিল্পীরা সুষ্ঠু চর্চার চেয়ে অনুষ্ঠানে গান গাইতেই আগ্রহী বেশি।

স্টেজ প্রোগ্রাম ও অন্যান্য : জনপ্রিয় শিল্পী থেকে শুরু করে নতুন শিল্পীদের ব্যস্ততা স্টেজ প্রোগ্রামে। স্টেজ প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে কনসার্ট, বিয়ের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। এছাড়াও দেশের বাইরে রয়েছে স্টেজ শো। স্টেজ শোর মধ্যে এককভাবে শীর্ষে যারা রয়েছেন তারা হলেন- মমতাজ, আসিফ, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, কুমার বিশ্বজিৎ, মনির খান। এরপর রয়েছেন হাবিব, শাকিলা জাফর, শুভ্র দেব, পথিক নবী, পান্থ কানাই, কানিজ সুবর্ণা, মেহ্রীন, আঁখি আলমগীরসহ অনেকেই। শীর্ষ শিল্পরা অনেকেই এককভাবে একটি 'শো'র জন্য নিয়ে থাকেন ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। বছরে তারা ৫০ থেকে ২০০-র মতো স্টেজ শো করে থাকেন। মঞ্চ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বার্ষিক আয় ২০ লাখ থেকে দেড় কোটি টাকার মতো। পরবর্তী অবস্থানে যারা আছেন তারা সম্মানী নিয়ে থাকেন প্রতিটি শো'র জন্য ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। তারা প্রতি বছর শো করে থাকেন ২০ থেকে ৫০টির মতো। বছরে আয় ২ থেকে

মাইলসের 'ফিরিয়ে দাও', কিংবা 'জ্বালা জ্বালা'র মত অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার মাহমুদ খুরশিদ। সাম্প্রতিক সময়ে তার লেখা মেহরীনের কণ্ঠে 'দেখা হবে কি হবে না'ও তুমুল আলোচিত। মাহমুদ খুরশিদ সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়েছেন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে...

'রোমান্টিক মুড এবং সফ্‌ট টোনই আমার গানের পরিচয়'

খুরশীদ মাহমুদ, গীতিকার

mvßwnK 2000 : Mvb wb‡q Avcbvi mv¤ú wZK e¨¯Í Zvi K_v ejb...

মাহমুদ খুরশীদ : আমি কিন্তু কখনোই খুব ব্যস্ত গীতিকার না। শুরু থেকেই আমি এভাবে কাজ করে আসছি। বলতে পারেন এটা আমার কাজের ধরন। আর অতিরিক্ত ব্যস্ততা শিল্প মাধ্যমে গুণগত মানকেও নষ্ট করে বলে আমার ধারণা। মাইলসের নতুন অ্যালবাম 'প্রতিধ্বনি' নিয়ে কাজ করছি। মাইলসের গত কয়েকটি জনপ্রিয় অ্যালবামের সংকলন বলতে পারেন আমাদের এবারের প্রয়াসকে। আমার করা 'স্বপ্ন বিলাস' নামে একটি নস্টালজিয়া গান আছে এখানে। সফ্‌ট টোনে কিন্তু খুব মেলোডিয়াস। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের জন্য একটা গান লিখলাম 'লেটস মুভ বাংলাদেশ'। আর মাইলসের 'সোনালী স্বপ্নে ঘেরা আমাদের প্রত্যাশা' গানটি খুব পজেটিভ ভাবনা থেকেই করেছি।

2000 : Mvb †jLvi †¶‡Î †Kvb welq¸‡jv‡K †ewk ¸i Z †`b?

খুরশীদ : আমার কাছে সহজ ভাষার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে শব্দটি আমি নিজের জন্য সহজ মনে করবো না, তা শ্রোতাদের জন্যও ব্যবহার করতে চাই না। গানের কথা যতো কমিউনিকেটিভ হবে, গান ততো জনপ্রিয় হবে। অন্তত আমার তাই ধারণা। যদি কোনো ক্ষেত্রে কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেই হয় তখন তার উপস্থাপনটা অন্যভাবে করি। হয়তো শুরুতে না দিয়ে শব্দটাকে মাঝে দেই।

2000 : Avcbvi †ewki fvM Mvb †ivgvw›UK g‡W Ges mdU †Uv‡b wKš Zv †Kb?

খুরশীদ : প্রত্যেক শিল্পীর একটা নিজস্বতা থাকে। সে লেখক, কবি কিংবা চিত্রশিল্পী যেই হন না কেন। আমি বলব, রোমান্টিক মুড এবং সফ্‌ট টোনই আমার গানের পরিচয়। এটা হয়তো আমার একটা স্টাইল, তবে এ ধারার বাইরেও আমার প্রচুর গান আছে। যেমন ঢাকার ঐতিহ্য নিয়ে মেহরীনের গাওয়া 'অবাক শহর ঢাকা' কিংবা 'দেখা হবে কী হবে না' গানটি একেবারেই ভিন্ন ধাঁচের। এখানে ল্যাটিন গানের ধারাটাকে বাংলার সঙ্গে ব্লেন্ড করা হয়েছে। মানুষ বৈচিত্র্য চায়। এক ধারা থাকতে চায় না। মিউজিকের ক্ষেত্রেও এখন গ্লোবালাইজেশন চলে এসেছে। আমি এ ধরনের ফিউশন উপভোগ করি। তবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের কথাও মনে রাখতে হবে।

2000 : Ab¨ cm‡½ Awm, nVvr weÁvcbwP‡Î e¨¯Í n‡jb †Kb?

খুরশীদ : মডেলিংটা কখনোই খুব সিরিয়াসলি করিনি। ফ্রেশ মসলা, ফ্রেশ মিল্কের বিজ্ঞাপনটা নতুন করেছি। এর আগে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী, বার্জার পেইন্ট, এইচএসবিসি, লিবার্টি সুজ, জিকিউ বলপেনের বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি। আমি ব্যক্তিজীবনে গীতিকার পরিচয়ের বাইরে একটি বহুজাতিক কোম্পানির একজন এক্সিকিউটিভ। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই আমার এই ইমেজটা এসেছে। আমাদের মার্কেটিংয়ের ভাষায় এটা পার্সোনালিটি এনডোর্সমেন্ট। বিজ্ঞাপন আমি একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবেই রিপ্রেজেন্ট করছি নিজেকে এবং আমি বিষয়টা এনজয়ও করি।

2000 : Avi †jLv‡jwL?

খুরশীদ : আমার শুরুটা কিন্তু ছড়া দিয়ে। এক সময় কচি-কাঁচা, শিশু, খেলাঘর করেছি। ইচ্ছে আছে বছরে অন্তত একটি হলেও ভালো বই লিখবো। এর আগে আগামী প্রকাশনী থেকে 'চাঁদে হবে বসতবাড়ী', প্রতীক অবসর থেকে 'বিজ্ঞানের অবাক বিস্ময় রোবট'সহ আরো কয়েকটি বই বেরিয়েছে। এ বছর অনুপম প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছে 'ডায়নোসরের হারানো পৃথিবী' নামে একটি বই।

2000 : Mv‡bi cm‡½ wd‡i Awm, Avgv‡`i wgDwR‡Ki mv¤ú wZK †UÛ m¤ú ‡K Avcbvi gZvgZ wK?

খুরশীদ : আমাদের দেশে মিউজিকের যে বাজার আছে তা যথেষ্ট সন্তোষজনক। তবে এখনো আমরা পুরনো আর প্রতিষ্ঠিতদেরই প্রচার দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এর পরিবর্তন দরকার নতুনদের কাছ থেকে আমাদের ভালো কাজ খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০ লাখ টাকা মতো। দলীয়ভাবে স্টেজ শো এবং কনসার্টে যেসব ব্যান্ড শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে রয়েছে এলআরবি, নগরবাউল, সোলস্, হাসান (স্বাধীনতা আগের নাম), প্রমিথিউস। এছাড়া অন্যান্য ব্যান্ড স্টেজ শো করে তবে কম। একটি 'শো'র জন্য ব্যান্ডদল নেয় ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বহন করতে হয় আয়োজকদের। প্রতি বছর এসব ব্যান্ডদল ২০ থেকে ৭০টির মতো কনসার্টসহ স্টেজ প্রোগ্রাম করে থাকে। এ খাতে আয় ১২ থেকে ৭০ লাখ টাকার মতো।

দেশে স্টেজ প্রোগ্রাম ছাড়াও বিদেশে বিভিন্ন স্টেজ শো'র জন্য শিল্পীরা নিয়ে থাকেন ১ থেকে ২ হাজার ডলার। যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করে থাকে আয়োজকরা। উল্লেখ্য, দেশের খ্যাতিসম্পন্ন সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমীন প্লেব্যাক কমিয়ে দিলেও দেশে ও দেশের বাইরে স্টেজ শো করে থাকেন। ব্যান্ড দলগুলোও কিছু কিছু যাচ্ছে বাইরে। স্টেজ শো ছাড়াও এখন শিল্পীরা নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এখান থেকেও তাদের একটা আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পের জন্য গান : আগে যারা গান গাইতেন তারা শুধু শিল্পসত্তার জন্যই গান গেয়েছেন। এখন শিল্পসত্তার চেয়ে গান অর্থনৈতিক আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে করে অনেক ক্ষেত্রেই গানের মান নেমে যাচ্ছে। ফিরোজা বেগম, সৈয়দ আব্দুল হাদী, আব্দুল জব্বার, বশীর আহমেদ, খুরশীদ আলম, সুবীর নন্দী, সাদী মোহাম্মদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, আবিদা সুলতানা, রফিকুল আলমসহ অনেক খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী আজও সংগীত চর্চা করছেন, সংগীত সাধনায় নিজেদের নিবেদিত করেছেন। তারা গণহারে মঞ্চ, টেলিভিশন বা অডিও অ্যালবামের কাজ করেন না। রেডিওতে ৪টি গান করার জন্য ১০০ টাকা আর সিনেমার প্লেব্যাকের জন্য গানপ্রতি ৩০০ টাকা পেতেন।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আব্দুল হাদী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা যখন গান করতাম তখন গান ছিল নেশা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করে টাকা আয় করা যায় এটা ভাবতেই পারতাম না। এখন গানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যারা একটু নাম করছে তাদের পক্ষে লাখ টাকা আয় করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে তারা কতদিন টিকে থাকবে তা তারা জানেন না। আমাদের সময়কার শিল্পীরা খুব একটা অনুষ্ঠান করেন না। গান শোনার জন্য যেসব অনুষ্ঠানে শ্রোতা থাকে সেই সব অনুষ্ঠানে শুধু গান করি।

যন্ত্রশিল্পী অন্যরাও পিছিয়ে নেই : সংগীতের সঙ্গে জড়িত শুধু কণ্ঠশিল্পীরাই নন, একটি গানকে শিল্পীর কণ্ঠে পরিপূর্ণতা এনে দিতে গীতিকার, সুরকার এমনকি যন্ত্রশিল্পীদের ভূমিকাও কম নয়। এসব শিল্পীও সংগীতের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছেন আয়ের উৎস। একজন গীতিকার একটি গানের জন্য পেয়ে থাকেন ২ থেকে ৪ হাজার টাকা। সুরকারের অঙ্কটা অবশ্য বেশি। এছাড়া যন্ত্রশিল্পী যারা আছেন তারা শিল্পী সম্মানী নিয়ে থাকেন শিফট অনুযায়ী। একজন যন্ত্রশিল্পী এক শিফটের জন্য নিয়ে থাকেন ৩ থেকে ৬ হাজার টাকা। তাদের আয়ও বছরে কম নয়। এর পাশাপাশি রয়েছেন সংগীত পরিচালক ও সংগীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই। সবকিছু মিলিয়ে সংগীতকে এ দেশের মানুষ পেশা হিসেবে নিতে পেরেছেন এটা বড় পাওয়া এই অঙ্গনের। এর সঙ্গে যদি সরকারি সহযোগিতা পায় এ শিল্প, তবে তা আরো প্রসারিত হবে বলে মনে করছেন সংগীত সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞরা।

i“ûj Zvcm, ReŸvi †nv‡mb

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর :** ৬ মে সকাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে 'খেলাঘরের প্রতিষ্ঠা উৎসব'। খেলাঘর আয়োজিত এই উৎসবে থাকবে সেমিনার, আলোচনা, শিশুকিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।
- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** ১১ মে বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে বক্তৃতা। এবারের বিষয় হলো 'ইতিহাসে বিজ্ঞান'। বক্তব্য রাখবেন বিজ্ঞান লেখক আসিফ। ৩ মে থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেমিনারকক্ষে শুরু হয়েছে ছবির প্রদর্শনী।

তারিখ ও সময়	ছবির নাম	পরিচালক
৪ মে সন্ধ্যা ৬টা	বাইসাইকেল থিপ	হিত্তোরিড ডিসিকা
৫ মে সন্ধ্যা ৬টা	লাইফ ইজ বিউটিফুল	রবেটা বোনাল
৬ মে সন্ধ্যা ৬টা	টেস্ট অব চেরি	আব্বাস কিয়ারোস
৯ মে সন্ধ্যা ৬টা	ইনটরেন্স ডি	ডব্লিউ গ্রিফিথ
১০ মে সন্ধ্যা ৬টা	ডুটলে অ্যান্ড মিম	ফাসোয়া ক্রুফো

- **শিল্পাঙ্গন :** শিল্পাঙ্গনে শুরু হয়েছে শিল্পী বীরেন সোমের একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পীর উল্লেখযোগ্য ৭০টির মতো পেইনটিং। প্রদর্শনী চলবে ১২ মে পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **ব্রিটিশ কাউন্সিল :** ৫ মে ব্রিটিশ কাউন্সিলে শুরু হবে 'জুডিশিয়াল কলোকিয়াম' শিরোনামের আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনায় বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের বিচারকগণ। আলোচনা শেষ হবে ৭ মে সন্ধ্যায়।
- **জাতীয় জাদুঘর :** ১০ মে বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে লোকমান ফকির একাডেমীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন একাডেমীর সদস্যরা।
- **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস :** ৬ মে থেকে শুরু হবে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে শিল্পী রোকেয়া সুলতানার একক প্রদর্শনী। 'অধরার স্বপ্নকথা' শিরোনামের এ প্রদর্শনী চলবে ২০ মে পর্যন্ত। প্রদর্শনীর সময় দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পীর সাম্প্রতিক সময়ের ৫০টি পেইন্টিং।

ধারাবাহিক নাটক শুকনো ফুল রঙিন ফুল

ïK‡bv dj iwOb dj-G wkgj I †ivgvbv

প্রতি সোমবার রাত ৯টায় বিটিভিতে দেখানো হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'শুকনো ফুল রঙিন ফুল'। মুহম্মদ জাফর ইকবালের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন আবুল হায়াত। নাটকটির কাহিনী গড়ে উঠেছে কর্মজীবী শিশুদের জীবনচিত্র নিয়ে। ধারাবাহিক নাটকটির এবারের পর্বে দেখা যাবে, ধনী পরিবারের মেয়ে ঈশিতা। রতনের মেধায় মুগ্ধ হয় ঈশিতা ও তার বাবা। অন্যদিকে শাহানা কর্মজীবী স্কুলের শিক্ষক। ধনী পরিবারের একমাত্র মেয়ে সে বেছে নেয় তার পছন্দের এ পেশা। মায়ের চরম আপত্তি থাকলেও বাবার উৎসাহে শাহানা কর্মজীবী শিশুদের পরম মমতায় পড়িয়ে যেতে থাকে। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে রাস্তায় পরিচয় হয় শাহেদ নামের এক যুবকের। ওদের পরিচয়টা বেশ মজার। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, অপি করিম, নাজমা আনোয়ার, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনির খান শিমুল, রোমানা, মুক্তি প্রমুখ।